যায়যায়দিন
২২ এপ্রিল ২০১০ বৃহস্পতিবার

বিদ্যুৎ সঙ্কট: জরুরি ভিত্তিতে যা করণীয়

ড. এম আজিজুর রহমান

অতিসত্বর বেসরকারি খাতে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীরা বাজারমূল্যে বিদ্যুৎ বিক্রি করবে এবং তাদের বিনিয়োগ যুক্তিসঙ্গত হারে লাভজনক হবে। এ মর্মে উদার ও উৎপাদনমুখী বিদ্যুৎ আইন করে বেসরকারি খাত, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের আরো উৎসাহিত করতে হবে। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে ব্যাপকভাবে কয়লা উত্তোলন এবং কয়লা থেকে বিদ্যুৎ সর্বোচ্চ পর্যায়ে উৎপাদনের সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

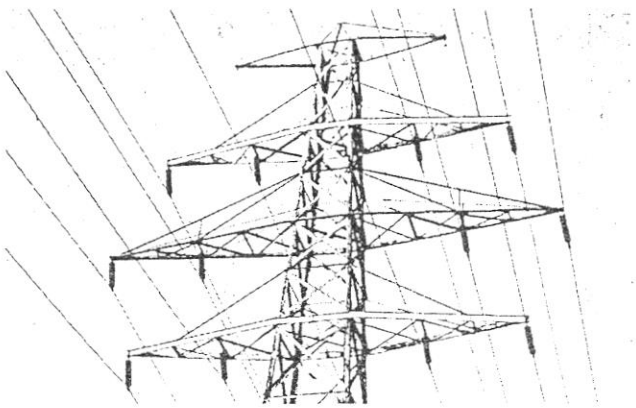

ন আনতে পান্তা ফুরায়। ডাক্তারি মতে, ক্যালসিয়াম ও প্রোটিন সরবরাহ বাবদ পাঁচজন রোগীকে দিতে হবে পাঁচটি কলা ও পাঁচটি ডিম। আছে মাত্র একটি কলা ও একটি ডিম। একটি কলা ও একটি ডিম ভাগাভাগি করে পাঁচজন রোগীকে সরবরাহ করলেও তাদের সমান ভিত্তিতেই বাঁচতে হবে। এ রকমেই হচ্ছে বাংলাদেশের বিদ্যুতের হাল-হকিকত। কৃষি খাতে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ ব্যবহারের সুযোগ দিয়েও অনেক জায়গায় সারাদিনে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা বা তারও কম সময় ধরে বিদ্যুৎ থাকে। লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজ, বিক্ষোভ, অবরোধ ইত্যাদি দেশের বিভিন্ন স্থানের নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন দিনাজপুরের চিরিরবন্দরসহ বিভিন্ন স্থানে বোরো আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে মাত্র তিন-চার ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে। নাটোরে মাত্র দুই ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে। বাকি সময় ভোল্টেজ আপ-ডাউন করে, যা পানি সেচের কোনো কাজেই আসে না। চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিদ্যুতের অভাবে কৃষকের মিছিল। বোরো ধানের উৎপাদন হুমকির সম্মুখীন। দেশে সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ সঙ্কটের প্রবণতা এবং বিদ্যুৎ চাহিদা এতো বেশি, তা কীভাবে উৎপাদন ও সরবরাহ করা যাবে, এ নিয়ে সরকার বেশ বিপাকে। পানি সেচ বাবদ বিদ্যুতের মোট চাহিদা ২ হাজার ২৮৮ মেগাওয়াট, যার ৫০ শতাংশও সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশের শহরবাসীর ৪৭ শতাংশ লোক ঢাকা শহরে বাস করে। বিদ্যুতের অভাবে ঢাকা শহরের জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ঢাকা থেকে রাতে বিদ্যুৎ নিয়ে কৃষিজমিতে সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রায় ২০০ মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুৎ প্রতি রাতে ঢাকা থেকে গ্রামে সরবরাহ করা হয়। ঢাকা শহরের বিদ্যুতের আপ-ডাউন, লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজ অসহনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পানি সঙ্কট বেড়েছে। সেচ খাতে বিদ্যুতের চাহিদা ৬২৪ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালে ১ হাজার ৬৬৪ মেগাওয়াট থেকে বর্তমানে সেচ খাতে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ২ হাজার ২৮৮ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। আরো উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ সরবরাহের বিভিন্ন সংস্থা সূত্রে শুধু সেচ খাতেই বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে ৩৫ শতাংশ। অধিকন্তু গত এক বছরে বিদ্যুতের প্রায় ১৫ হাজার নতুন সংযোগ দেয়া হয়েছে। সরকারি সূত্র মতে, নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ আপাতত বন্ধ।

ভারতের ১০০ কোটি ডলার প্রতিশ্রুত ঋণের বেশিরভাগ বিনিয়োগ করা হবে বাংলাদেশের রেলওয়ে খাতে, বিদ্যুৎ খাতে নয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাত্র ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা যাবে। ২০১২ সালে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ৭৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে। এর ভেতর থেকে ২০০ মেগাওয়াট যাবে ভারতের জাতীয় গ্রিডে। বাকি ৫৪০ মেগাওয়াটের ভেতরে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য ২০১২ সালে মাত্র ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে রপ্তানি করতে আগ্রহী। তাতেইবা কী হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা প্রায় ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎসাহিত হয়েছেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থা, জ্বালানি গ্যাস ও বিদ্যুতের অভাবে বিদেশিরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহ হারাচ্ছে। কৃষি ও শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী লোকের জনজীবন অতিষ্ঠ। বাকি ৫০ শতাংশ লোক বিদ্যুতায়িত পরিবেশে নিজেদের জীবনকে সুখকর করবে, তারও কোনো সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে ভাবা যাচ্ছে না। সবকিছু মিলিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোনো কিছুই ঠিকমতো চলছে না। সুখী সমাজের এ মানুষ আর ঘুমাতে পারছে না। মানুষ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মতো মৌলিক অধিকার ভোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিদ্যুৎ ছাড়া মৌলিক অধিকার অর্জন সম্ভব নয়। সাবেক উপদেষ্টা আকবর আলি খান বলেছেন, এ দেশে গণতন্ত্রের চেয়েও অনেক বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বিদ্যুতের।

১৯৪৭ সালে ইন্ডিয়া স্বাধীন হওয়ার পর তারা মাত্র এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন শুরু করে। বিদ্যুৎসংক্রান্ত সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে সামগ্রিকভাবে ভারতে আজ এক লাখ মেগাওয়াটের অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হয়েছে। ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় হিসাব করলে বাংলাদেশে প্রায় কমবেশি ১৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এখনই প্রয়োজন। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি মর্মে নিম্নলিখিত কিছু সম্ভাবনা জরুরি ভিত্তিতে ভাবতে হবে-

১. অতিসত্বর বেসরকারি খাতে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীরা বাজারমূল্যে বিদ্যুৎ বিক্রি করবে এবং তাদের বিনিয়োগ যুক্তিসঙ্গত হারে লাভজনক হবে। এ মর্মে উদার ও উৎপাদনমুখী বিদ্যুৎ আইন করে বেসরকারি খাত, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের আরো উৎসাহিত করতে হবে।

২. দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে ব্যাপকভাবে কয়লা উত্তোলন এবং কয়লা থেকে বিদ্যুৎ সর্বোচ্চ পর্যায়ে উৎপাদনের সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩. কর্ণফুলী ও আশুগঞ্জসহ বিভিন্ন কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়াতে হবে।

৪. পাবনার রূপপুর আণবিক প্রকল্পসহ কমপক্ষে পাঁচটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের আণবিক প্রকল্প হাতে নিতে হবে। এ মর্মে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান দেশ। পশ্চিমা অনেক বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সম্ভাব্য ভ্রান্ত-জিহাদি সংশ্লিষ্ট আণবিক বোমা তৈরির সম্ভাবনার সন্দেহে বাংলাদেশে আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনে তেমন আগ্রহী নাও হতে পারে। তাই বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এ মর্মে চুক্তি স্বাক্ষর ও উৎসাহী করতে হবে যে, লাভজনকভাবে আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো পরিচালনার দায়-দায়িত্ব তাদের হাতেই থাকবে। সংক্ষেপে আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের চাবিগুলোর মালিক হবে বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো।

৫. দক্ষিণ কোরিয়াসহ এশিয়ার বিভিন্ন উৎপাদনশীল দেশের মতো সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

৬. নেপাল-ভারত-বাংলাদেশ করিডোর স্থাপনের মাধ্যমে নেপালের খরস্রোতা নদীতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে ভারতের মতো বাংলাদেশকেও একটি দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। উল্লেখ্য, এ প্রসঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন। আমরা মনে করি, ভারত এরূপ সহযোগিতা প্রদানে সদা প্রস্তুত।

৭. সমান্তরালভাবে ভাবতে হবে পাশের দেশ মিয়ানমার থেকে গ্যাস আমদানি করে তা বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদন সাপেক্ষে ব্যবহার করা।

ড. এম আজিজুর রহমান: কলাম লেখক, ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।